‘তুমি বেশী কথা বল। না তুমি .....’

ড. শামস্ রহমান

সৃষ্টির প্রথম নারীর দৃষ্টি পরে নিসিদ্ধ ফলে।
বলে - ‘ফল চাই’।

নারী কতবার বলেছিল? - ‘ফল চাই। দাও না প্লিজ’।
প্রথম পুরুষ কতবার বলে - ‘না, তা হবে না। আছে স্বর্গীয় মানা’।
এ পরিসংখ্যান আমাদের সকলেরই অজানা।

তবে, এটা সত্য,
ফলটা প্রথম পুরুষ এনে দেয়, শেষ পর্যন্ত।
তা না হলে যে পৃথিবীই রয়ে যেত অসত্য।

আমি দু’বার বললে, ও বলে একবার। আমি চার বার বললে, ও বড়জোর দুবার বলে। ও কি
ব্যতিক্রম? নাকি এটাই নর্ম? নাকি বিষয়টি অন্যরকম?

স্ত্রীদের মুখে শুনিনি যে, তা নয়। তবে, কথাটি স্বামীদের মুখেই বেশী শুনেছি - ‘তুমি বেশী কথা বল’। আসলেই কি তাই? কিসে হবে এর যাচাই ? ঘরের বাক্‌বিতন্ডে, না কি তথ্যের মানদন্ডে?

‘নারী পুরুষের চেয়ে বেশী কথা বলে’ - এই ধরনের একটা প্রবাদ বাজারে বহুল প্রচলিত। বাক্যটি বার বার উচ্চারিত হওয়ায়, তা জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। গুয়েবল এই ধারনার গুরু। কথিত, নারী দিনে নিদেনপক্ষে ২০ হাজার শব্দ ব্যবহার করে। সেখানে পুরুষ ব্যবহার করে মাত্র ৭ হাজার শব্দ। গণমাধ্যমগুলোও কম যায় না এ ব্যাপারে। প্রতিদিন সান্ধ্যকালীন টেলিভিশন ‘সিট্‌কম’ যা ছড়ায়, তা এ পরিসংখ্যানকেই সমর্থন জোগায়।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যানের কারণেই হয়তো সমাজ এভাবে ভাবে। James Dobson’এর ১৯৯৩’এ প্রকাশিত গ্রন্থঃ Love for a Lifetime’এর কথাই ধরুন। বাইবেল কেন্দ্রিক এ রচনায় তিনি দাবী করেন - দিনে গড়ে নারী ৫০ হাজার শব্দ ব্যবহার করে। সেখানে পুরুষ ব্যবহার করে মাত্র ২৫ হাজার শব্দ। আসলেই কি নারী পুরুষ থেকে দ্বিগুন কথা বলে?

এ বিষয়ে Louann Brizendine’এর দেওয়া পরিসংখ্যান তুলনামূলকভাবে রক্ষনশীল। The Female Brain গ্রন্থে তিনি জানান- নারী দৈনিক ২০ হাজার শব্দ ব্যবহার করে, সেখানে পুরুষ ব্যবহার করে মাত্র ৭ হাজার শব্দ। এ ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারের মাত্রায়

রক্ষনশীলতা লক্ষ্য করা গেলেও, নারী-পুরুষের কথা বলার আনুপাতিক হার পূর্বের পরিসংখ্যান থেকে বেশী - আর তা প্রায় তিনগুন।

Why Men don't have a Clue and Women Always Need More Shoes গ্রন্থটি পড়ার সুযোগ হয়েছে নিশ্চয়ই? কথা কে কার চেয়ে বেশী বলে, এ ব্যাপারে রচয়ীতা Allan and Barbara Please'এর মন্তব্য একদম ব্লান্ট। তাদের মতে, নারী-পুরুষের দৈনিক শব্দ ব্যবহারের সংখ্যা যাই হোক না কেন, প্যাটার্নটা একই - 'নারী পুরুষের চেয়ে বেশী কথা বলে'।

এ দিকে Hara Marano'র মন্তব্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশী অর্থবহ। তার মতে - নারী শুধু কথা বেশীই বলে না, তার বলার ঢং এবং ভঙ্গিমা বদলায় ক্ষণে ক্ষণে। তার মতে, যেখানে নারী গড়ে দিনে পাঁচ টোনে নিজেকে প্রকাশ করে; পুরুষ সেখানে করে তিন টোনে। যেমন;

কখনো সুরে, নিজ ভুবনে - প্রাণ ভরে।
কখনো অভিমানে, ক্রন্দনের বানে।
আবার কখনো শাসনের সুরে, চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করে।
কখনো আবার আদর-যতনে, আপন মনে।

কথায় বলে - বাপের বাড়ী ছাড়ার সময় 'নারী (একদিকে) কাঁদে এবং (অন্যদিকে) বাঁধে'। নারী মন, বোঝা ভার।

স্বর্গের প্রথম নারী, স্বর্গের প্রথম পুরুষের চেয়ে কথা বেশী বলেছিল কি না, তা আমাদের অজানা। তবে মর্ত্বের নারী, মর্ত্বের পুরুষ থেকে বেশী কথা বলে, তারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। গবেষকরা সেটাই বলে। যেমন, ১৯৯৩'এ প্রকাশিত James এবং Drakich'এর লেখা প্রবন্ধ 'Understanding gender difference in amount of talk' এ উল্লেখ করে - ব্যাপকভাবে ধারণকৃত ধারণা যে, নারী পুরুষের চেয়ে বেশী কথা বলে, তা বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন। তাহলে? এ শুধুই কথার কথা, পুরুষের কথা - 'তুমি বেশী কথা বল'।